History Study Metarial

Dumkal College

Semester-6, DSE Course-III

[History of Women in India]

তেভাগা আন্দোলনে নারীদের অবদান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দোসর জমিদার, জোতদার, মহাজন প্রভৃতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে যে সমস্ত কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল তারমধ্যে বাংলার তেভাগা আন্দোলন ছিল অন্যতম। 1946-47 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বাংলার ভাগচাষীরা তাদের উৎপন্ন ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ বা তিন ভাগের দুই ভাগ আদায় করার লক্ষ্যে জমিদার-জোতদার বিরোধী যে কৃষক সংগ্রাম সংঘটিত করে তা তেভাগা আন্দোলন নামে পরিচিত। এই তেভাগা আন্দোলনে বাংলার প্রায় 60 লক্ষাধিক ভাগচাষী শামিল হয়েছিল এবং এই আন্দোলনে নারীদেরও অংশগ্রহণ ছিল লক্ষণীয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র নামে বামপন্থী মহিলারা বাংলার মহিলাদের সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন। সেইসময় থেকেই বাংলার গ্রামীন কৃষক মহিলাদের সংঘবদ্ধ করা, তাদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার চেষ্টা হলেও মূলতঃ তেভাগা আন্দোলনের সময়ই কৃষক মহিলাদের মধ্যে মহিলা সমিতি গড়ে ওঠে এবং অতিদ্রুত বাংলার তেভাগা আন্দোলন অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। এর আগে ১৯৩৭-৩৮ সালে কৃষকসভার নেতৃত্বে বাংলার গ্রামে গ্রামে কৃষকদের সংগঠিত করার চেষ্টা হলেও তা পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কৃষক মহিলাদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টা ছিল না। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা নেত্রীরা কৃষক রমণীদের সংগঠিত করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শহর থেকে নেত্রীরা গ্রামে গিয়ে কৃষক রমণীদের মধ্যে থেকে তাদের সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। যেমন- মণিকুন্তলা সেন, কল্যাণী দাশগুপ্ত, অমিয়া দে, সরযু সরকার, সুষমা দত্ত, অমিয়া ঘোষ, ব্রজকিশোরী কুণ্ডু, মৃণালিনী তলাপাত্র প্রমুখ। শুধু মহিলাদের সংগঠিত করা নয় তাদের সাক্ষর করাও ছিল আত্মরক্ষা সমিতির নেত্রীদের একটি কাজ। দিনাজপুরে এই দায়িত্ব পালন করেন রানী মিত্র, বীণা সেন, অলকা মজুমদার, মণিকুন্তলা সেন প্রমুখ; জলপাইগুড়িতে কল্যাণী দাশগুপ্ত, রংপুরে লিলি দে, রেবা রায়, শান্তি প্রধান, কনক মুখার্জী প্রমুখ; পাবনা ও রাজশাহীতে মায়া সান্যাল, প্রতিমা দাশগুপ্ত, প্রীতি সরকার, পঙ্কজ

Dumkal College

আচার্য, ইলা মিত্র, যশোহর ও খুলনায় গীতা রায়চৌধুরী, গৌরী মিত্র, মেদিনীপুরে সাধনা পাত্র, বিমলা মাজী, ছায়া বেরা প্রমুখ, বরিশালে মনোরমা বসু, জুইফুল বসু প্রমুখ। এছাড়া তথ্য থেকে জানা যায় আরো বেশকিছু মহিলাকর্মী কৃষক রমণীদের সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

পিটার কাস্টার্স তার গ্রন্থ 'উইমেন ইন্ দি তেভাগা আপরাইজিং' গ্রন্থে কৃষক মহিলাদের সংগঠিত হওয়ার পেছনে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অবদান কিছুটা স্বীকার করলেও কমিউনিস্ট পার্টির অবদান কিছু ছিল না বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু একথা সর্বাংশে সত্য নয়। মণিকুন্তলা সেন, রেণু চক্রবর্তী, রানী মিত্র, কল্যাণী দাশগুপ্ত, অলকা মজুমদার, গীতা মুখার্জী, কনক মুখার্জী, ইলা মিত্র, মনোরমা বসু, বিমলা মাজী প্রমুখ অনেক মহিলা যারা কৃষক রমণীদের সংগঠিত করেন তারা ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। কাজেই বলা যায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নামে বামপন্থী মহিলা কর্মীরা তেভাগা আন্দোলনের সময় কৃষক রমণীদের সমিতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার কাজে বিশেষ যত্নবান ছিলেন।

Dumkal College